দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 29 MAR 1988
পৃষ্ঠা ... কলাম 3

096

শিক্ষাঙ্গন

শিক্ষক প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা

আমাদের দেশে প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থা প্রাচীন ধারায় রচিত। এ দিয়ে জাতি তেমন উপকৃত হচ্ছে না। এদেশে দরকার বৈজ্ঞানিক ও আধুনিক পদ্ধতির শিক্ষা ব্যবস্থা। অনভিজ্ঞ শিক্ষক কিছুতেই শিক্ষা কার্যে সফলতা লাভ করতে পারেন না। শিক্ষক নব নব পদ্ধতির দ্বারা ছাত্র সমাজকে জ্ঞান লাভে সহায়তা করবেন। নিজে কোন বিষয়ে ভালভাবে না জেনে শিক্ষা দেয়া যায় না। তাই প্রথমে শিক্ষক নিজে প্রশিক্ষণ নেবেন। তিনি নিজে জ্ঞানে, গরিমায়, আদর্শে, চরিত্রে, সভ্যতায়, একাগ্রতায় ও মনোবলে বলিষ্ঠ না হলে কোনক্রমেই ভবিষ্যৎ জাতি গঠনে সহায়তা করতে পারবেন না। শিশুর সর্বাঙ্গীণ বিকাশে শিক্ষক পরিচালকের ভূমিকা পালন করবেন। পরিচালকের কাজ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আর এ কাজ সম্পন্ন করতে হলে তাকে হতে হবে মনোবিজ্ঞানী।

তিনি সব সময় কচি-কাঁচাদের চঞ্চল প্রাণ নিয়ে ব্যস্ত থাকবেন। শিক্ষক মনে রাখবেন যে, কচি-কাঁচারা নির্জীব পদার্থ কিংবা ফাইলপত্র নয় যে, নিশ্চুপ, স্থবির হয়ে থাকবে। তারা যুক্তিবাদী, আবেগপ্রবণ ও কর্মচঞ্চল মানব সন্তান। এই চঞ্চল মনকে শিক্ষার কাজে লিপ্ত রাখার জন্য শিক্ষক প্রশিক্ষণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

যুগের তাগিদে, সমাজের তাগিদে, পরিবর্তিত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষকদের পেশা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণের প্রয়োজন রয়েছে।

শিক্ষা কথাটা অত্যন্ত ব্যাপক। শুধু খাতা-কাগজে লিখলেই বা লিখালেই শিক্ষা হয়ে যায় না। জীবন ধারণের উপায়ের জন্য, জীবনকে সুন্দর করার জন্য যে সকল কলা-কৌশল আয়ত্ত করা প্রয়োজন তাই শিক্ষা। শিক্ষক হলেন শিক্ষা ব্যবস্থার নিয়ামক। কাজেই তিনি হবেন কতগুলো বিশেষ গুণের অধিকারী। তাঁকে যথেষ্ট জ্ঞানের অধিকারী হতে হয়। শিক্ষা পদ্ধতি ও শিক্ষাদান কৌশল তাঁর আবশ্যই জানা দরকার। আর এ জন্যই তাকে প্রশিক্ষণ নিতে হয়।

শিক্ষণের কথা শুধু মুখের উপদেশ কিংবা গাদায় গাদায় বই মুখস্ত হতে পারে না। হাতে-কলমে শিক্ষাদান করার জ্ঞানার্জনই হলো প্রশিক্ষণ। অল্প কথায়, সহজ সরলভাবে জ্ঞাতব্য বিষয় শিশুদের সম্মুখে উপস্থাপন করে তার মনের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারাই প্রশিক্ষণের লক্ষ্য। শিক্ষক প্রশিক্ষণ ব্যতীত উপযুক্ত শিক্ষক গড়ে তোলা অসম্ভব। তোতা পাখির বুলি শেখানো নয় সত্যিকারের শিক্ষা, যা ব্যক্তি জীবনে বিশেষ ফলপ্রদ হবে তা-ই শিক্ষা দেয়া আদর্শ শিক্ষকের বড় গুণ। অনেকে বলেন— "শিক্ষক জন্মগ্রহণ করেন— তৈরী হন না।" কথাটা আধুনিক যুগে খাটে না। এখন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষক তৈরী হয়। অবশ্য শিক্ষা কর্মে সফলতা লাভ অনেকটা গড গিফটেড। জন্মগত গুণের উপর অনেকটা নির্ভরশীল। প্রচেষ্টার মাধ্যমে যেহেতু মানুষের প্রতিভার বহিঃপ্রকাশ ঘটে থাকে

৪-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

শিক্ষাঙ্গন

৫ এর পৃষ্ঠার পর

সেহেতু প্রশিক্ষণ ব্যতীত উপযুক্ত শিক্ষক হওয়ার কথা খুব কমই চিন্তা করা যায়। সুতরাং মনে রাখতে হবে যে, শিক্ষাদান হচ্ছে একটি শিল্প কর্ম এবং প্রকৃতপক্ষে শিক্ষক হচ্ছেন শিল্পী। আর প্রশিক্ষণ এক বিশেষ পদ্ধতি, যা শিক্ষকরূপী শিল্পীকে বাঞ্ছিত লক্ষ্যে পৌঁছে দিতে পারে।

আমাদের দেশে শিক্ষক প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়গুলো প্রতি বছর যে সংখ্যক শিক্ষককে প্রশিক্ষণদান করছে তা প্রয়োজনের তুলনায় নিতান্ত অপ্রতুল।

এছাড়া যে বিধি-নিষেধের আওতায় বর্তমান পদ্ধতির শিক্ষক প্রশিক্ষণ চলছে তাতে ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও বহু শিক্ষক প্রশিক্ষণ গ্রহণের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন আবার নির্দিষ্ট সময়ের পাঠ্যক্রম এত বিস্তৃত যা আয়ত্ত করতেও শিক্ষকের হিমশিম খেতে হয়। আমরা দেশে একটা আধুনিক, যুগোপযোগী শিক্ষা ব্যবস্থা কামনা করি। অতএব, শিক্ষক প্রশিক্ষণে বিরাজিত সমস্যাবলী নিরসনে এগিয়ে আসার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের আশু হস্তক্ষেপ কামনা করছি।

—মোঃ বাছের মিয়া (বাসু),